১০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

ঢাঃ বিঃ ছাত্রলীগে শুদ্ধি অভিযান

শামীমের 'ক্ষমতা' প্রত্যাহার ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঃ গাড়ি ও মোবাইল হস্তান্তর

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

হাইকমান্ডের নির্দেশে ছাত্রলীগ (শো-পা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের প্রধান শামীম আহমেদের সকল 'ক্ষমতা' প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাকে ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে শামীম আহমেদের ব্যবহৃত গাড়ি ও মোবাইল টেলিফোনটিও হস্তান্তর করা হয়েছে নতুন নেতৃত্বের কাছে। তবে কে হবেন নতুন 'গ্রুপ লিডার' তা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা চলছে ক্যাম্পাসে। যে ক'জন হাইকমান্ডের এ নির্দেশ মানতে অস্বীকৃত জানিয়েছে তাদের একজনকে পিস্তলসহ পুলিশে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, বাকি দু'জনকে পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে ছাত্রলীগের মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপে শুদ্ধি অভিযান চালানোর অংশ হিসেবেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায় ঃ গত শনিবার রাতে 'হাইকমান্ডে'র নির্দেশে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, শামীম আহমেদকে ক্যাম্পাস এবং মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের নেতৃত্ব থেকে বাদ দেয়া হবে। তাদের এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল সকালে দুই জন যুবলীগ

অভিযান ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৫

অভিযান ঃ ক্যাম্পাস ছাত্রলীগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেতা ক্যাম্পাসে আসেন এবং শামীমকে ফোনে জানানো হয় যে, সে যেন ভবিষ্যতে আর ক্যাম্পাসে না আসে, যদি আসে বা আসার চেষ্টা চালায় তাহলে তাৎক্ষণিক-ভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সময় ক্যাম্পাসে বর্তমানে যে কয়েকজন ক্যাডার রয়েছে (যারা শামীমের অনুগত ছিল) তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়ঃ শামীম যেন ক্যাম্পাসে আসতে না পারে। এ ঘটনার পর ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোর নেতাদের কাছে এ খবর পৌছে দেয়া হয়। একই সময় শামীম আহমেদ যে গাড়ি এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করত তা শামীমের হাত থেকে নিয়ে আসা হয় এবং যারা ক্যাম্পাসে রয়েছে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জানা গেছে এ গাড়ি এবং মোবাইলটির মালিকানা গোটা গ্রুপের।

'শামীমের লোক' বলে পরিচিত একজনকে পুলিশ গতকাল বিকেলে ২ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি দেশী পিস্তলসহ জহরুল হক হল থেকে গ্রেফতার করেছে। তার নাম মিজান ওরফে হন্ডা মিজান বা স্টেন মিজান। এছাড়া 'শামীম ভক্ত' আরো দু'জনকে পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে জহরুল হক হলের বাবু ও মুহসীন হলের সরোজ।

শামীমের উত্থান এবং পতন ঃ এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে কয়েকজন ক্যাডার নেতা এসেছে তার মধ্যে শামীম আহমেদই ছিল সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর। একযোগে ৮টি হল নিয়ন্ত্রণ এর আগে কোন দলের কোন নেতাই করতে পারেনি। শামীমের উত্থান হয় মূলত ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ গ্রুপের হাত থেকে জগন্নাথ হলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার মধ্য দিয়ে। এরপর পর্যায়ক্রমে সে জহরুল হক, এফ রহমান হল, শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল এবং মুহসীন হল দখলে আনে। এস এম হলটি ছিল তার নিজের হল। সূর্যসেন হলেও সে ছাত্রলীগকে তুলে দিয়েছে।

সূত্র জানায়, শামীম সম্প্রতি হাইকমান্ডের নির্দেশ খুব একটা মানত না। তাদেরকে ঠিকমত পাত্তাও দিত না, চাঁদার পার্সেন্টেজও ঠিকমত দিত না। এছাড়া সম্প্রতি শামীমের সাথে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতার এক রাজনৈতিক কর্মকর্তার সাথে ভাল সম্পর্ক হওয়ার কারণে হাইকমান্ড তার উপর বিরূপ হয় এবং শামীমকে 'আউট' করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কে হবে নতুন 'গ্রুপ লিডার' ঃ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের গ্রুপিং-ক্যাডার বাহিনী সব কিছুই ঠিকঠাক রয়েছে। কেবলমাত্র মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের লিডার শামীম আহমেদকে 'আউট' করে দেয়া হয়েছে। এখন কে হবে গ্রুপ লিডার এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলছে।

সূত্র জানায়, ২/১ দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে জানা গেছে, রতন, নান্নু, বাবুল তালুকদার এবং তমি এদের মধ্য থেকে একজনকে 'গ্রুপ লিডার' করা হতে পারে।

শামীম আহমেদের বক্তব্য ঃ এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শামীম আহমেদ জানিয়েছে, আওরঙ্গ ভাই (হেমায়েতউল্লাহ আওরঙ্গ) এবং লিয়াকত ভাই (লিয়াকত হোসেন) আমাকে যে নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আমি তা মেনে নিয়েছি। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ক্যাম্পাসে যাব না। তবে আমাকে যদি ক্লাস করার ব্যাপারে তারা অনুমতি দেন তাহলে ক্লাস করতে ক্যাম্পাসে যাব।

শামীম আহমেদ গত ৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। নিয়মানুযায়ী ৫ বছরের মধ্যে একজন ছাত্রের অনার্স কোর্স সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু গত বছরেও সে ২য় বর্ষের কোর্স শেষ করতে পারেনি। এর আগে তাকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল। সাবেক উপাচার্য তাকে পুনরায় ভর্তির অনুমতি না দিলেও বর্তমান উপাচার্য নিয়মনীতি 'শিথিল করে' ভর্তির সুযোগ দেন এবং একই কারণে তাকে 'সিক বেড'-এ পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও করে দেয়া হয়।

শামীম আহমেদকে বের করে দেয়ার পর গতকাল সন্ধ্যায় মাদারীপুর শরীয়তপুর গ্রুপের দুই নেতা আমিনুল ইসলাম রতন এবং বাবুল তালুকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে এসে সাংবাদিকদের জানান ঃ শামীমকে বের করে দেয়া হয়নি বা আসতে নিষেধ করা হয়নি। সে নিজেই এ লাইন (ক্যাডার রাজনীতি) থেকে 'অবসর' নিয়েছে।